প্রকল্পের সংক্ষিপ্তসার

প্রকল্পের নাম	ঃ	**বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন প্রকল্প-১ (চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুগঞ্জ ও সংযুক্ত নৌ-পথ খনন এবং টার্মিনালসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ)**
বাস্তবায়নকাল	ঃ	০১ জুলাই ২০১৬ - ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
প্রাক্কলিত মূল্য	ঃ	মোট ৩২০০.০০ কোটি টাকা, জিওবি ৩২০.০০ কোটি টাকা পিএ ২৮৮০.০০ কোটি টাকা (আইডিএ)
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ	প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের জন্য চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুগঞ্জ অঞ্চলের নৌ- করিডরের সক্ষমতা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন এবং একে টেকসই খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

প্রকল্পের প্রধান অংগসমূহ ঃ

- ঢাকা ও চট্টগ্রাম কারিডরের আশুগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও বারিশালে মূল নদী ও শাখাসমূহ Performance Based Contract (PBC) ড্রেজিং এর মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণ এবং নাব্যতা সংরক্ষণ (প্রায় ৯০০ কিঃ মিঃ নৌপথ)। এ নৌকরিডর বরাবর ০৬টি স্থানে নৌ-যানসমূহের ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত স্থানসমূহ হচ্ছে- ষাটনল, চরভৈরবী, চাঁদপুর, মেহেন্দীগঞ্জ, সন্দ্বীপ এবং নলচিরা;
- উক্ত নৌ-রুটের ৩টি ফেরী ক্রসিং এলাকায় সংরক্ষণ ড্রেজিং। যথাঃ চাঁদপুর-শরিয়তপুর, লক্ষীপুর-ভোলা এবং ভেদুরিয়া-লাহারহাট;
- ৪টি প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল উন্নয়ন (শ্মশানঘাট, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর এবং বরিশাল) এবং ২টি কার্গো টার্মিনাল নির্মাণ (পানগাঁও ও আশুগঞ্জ)। তন্মধ্যে শ্মশ্মানঘাট, চাঁদপুর ও পানগাঁও নতুন নির্মাণ এবং নারায়নগঞ্জ, বরিশাল ও আশুগঞ্জ এর টার্মিনালসমূহ সংস্কার ও আধুনিকীকরণ;
- ১৪টি লঞ্চ ল্যান্ডিং ষ্টেশন নির্মাণ ভৈরব বাজার, আলু বাজার, হরিনা, হিজলা, মজু চৌধুরী, ইলিশা (ভোলা), ভেদুরিয়া, লাহারহাট, বদ্দারহাট, দৌলতখাঁ, চেয়ারম্যান ঘাট (চর বাটা), সন্দ্বীপ, তজুমদ্দিন, মনপুরা এবং তমুরুদ্দিন;
- নারায়নগঞ্জে অবস্থিত DEPTC এর সংস্কার ও আধুনিকীকরণ;
- ২টি মাল্টি পারপাস ভেসেল এবং আধুনিক হাইড্রোগ্রাফিক অনুসন্ধানমূলক যন্ত্রপাতি সংগ্রহকরণ;
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি; ইত্যাদি।

]

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি ঃ

চট্টগ্রাম-ঢাকা-আশুগঞ্জ নৌ-করিডর এবং নারায়ণগঞ্জ ও বরিশাল এর বর্ধিতাংশ অভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্য এবং ভারতের সাথে দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকার রুট বা জলপথ হিসেবে সনাক্ত ও চিহ্নিত করা হয়েছে। দেশের প্রায় ৮০% অভ্যন্তরীণ নৌ-যান এ করিডরের মধ্য দিয়ে চলাচল করে এবং দৈনিক প্রায় ২ (দুই) লাখ যাত্রী এসব জলপথ ব্যবহার করে। যাত্রী ও মালামাল পরিবহন করার ক্ষেত্রে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর এবং বরিশাল অভ্যন্তরীণ নদী টার্মিনালসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নদীসমূহের সর্বোচ্চ গভীরতা সীমা অনুসারে নৌ-পথের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়ে থাকে। ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়ক পথের ওপর পণ্যবাহী যানবাহনের চাপ কমানোর উদ্দেশে অভ্যন্তরীণ নৌ-পথসমূহের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সাথে দীর্ঘ দিনের আলোচনান্তে প্রাথমিকভাবে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক বিশ্বব্যাংকের আইডিএ ফান্ডের সহায়তায় ৩২০০.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় একটি ডিপিপি প্রণয়ন করে গত ০৩-০২-২০১৬ তারিখে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ২৪-০২-২০১৬ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২৫-০৪-২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)’র সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপির ওপর ১০-১১-২০১৬ তারিখের একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয় এবং ১৬-০৩-২০১৭ তারিখে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় হতে এর প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি করা হয়।

প্রসংগত, ২১-১২-২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক (আইডিএ)’র মধ্যে Financial Agreement এবং ১৯-০৩-২০১৭ তারিখে বিআইডব্লিউটিএ এবং অর্থ মন্ত্রনালয়ের অর্থ বিভাগের মধ্যে প্রকল্পটির Subsidiary Grant Agreement স্বাক্ষরিত হয়েছে।